দৈনিক
আমাদের সময়

08 MAR 2017

ষষ্ঠ শ্রেণিতেই কৃষির দুই বই

মো. মাহফুজুর রহমান ●

তথ্য প্রযুক্তিকে ভর করে বাংলাদেশ যতই এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন বুনক, কৃষিকে বাদ দিয়ে সেই অগ্রসর অসম্ভব। কারণ মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৯ দশমিক এক শতাংশ এবং কৃষি খাতের মাধ্যমে ৪৮ দশমিক এক শতাংশ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। আর সেটাকে উপলব্ধি করেই ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কৃষিশিক্ষাবিষয়ক দুটি বই।

আজ বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত চিঠি যাচ্ছে বলে কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্র নিশ্চিত করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সহযোগিতা দিলেও জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্তকরণ, ছাপানো, বিতরণের সব দায়িত্বই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

সূত্র জানায়, ২০১৪ সালের ২০ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে পাঠ্যপুস্তকে কৃষিশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন। শিক্ষিত যুবারা যাতে কৃষিকে পেশা হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ মনে করে সে জন্যই এ উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। এর পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষা সমন্বয় কমিটির ২০১৫ সালের ২৫ জানুয়ারির সভায় কৃষিভিত্তিক আলাদা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়। 'সম্পূরক কৃষিশিক্ষা' নামের বই দুটি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম ও নবম-দশম শ্রেণির জন্য প্রণীত হচ্ছে। বই দুটি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে সংশোধন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) পাঠানো হলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রত্যয়ন দেয়। পুষ্টি সচেতনতা, শস্যের বিভিন্ন দিক, কৃষির নতুনত্বও উদ্ভাবন, মাটির পরীক্ষাসহ নানা বিষয় লিপিবদ্ধ থাকবে এগুলোতে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে

এদিকে এনসিটিবি সূত্র জানায়, দুই ক্যাটাগরিতে দুটি পুস্তক তৈরি হবে। তবে এগুলো একেবারেই ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, কোনো ব্যবহারিক বা পরীক্ষা থাকবে না। শিশুদের পাঠ উপযোগী যেন হয়, এ বিষয়টি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে পুস্তক দুটি তৈরিতে। দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরাও সতর্কতার সঙ্গে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন লেখা লিখেছেন ও পর্যালোচনা করেছেন। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা থাকবে এতে। মোট কথা, সহজ বাংলায় কৃষির সব কিছু তুলে ধরা হয়েছে বইগুলোতে। বিভিন্ন লেখার এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

ষষ্ঠ শ্রেণিতেই কৃষির

(শেষ পৃষ্ঠার পর) পাশাপাশি ছবিও দেওয়া থাকবে, যা দেখে যেন কৃষকরাও সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেন।

কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, পুস্তক দুটিতে অনেক ব্যবহারিক বিষয় থাকবে। যা পড়ে শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারের সবাইকে বোঝাতে পারবে। এতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও পাওয়া যাবে। কৃষি কি, কীটনাশক ও বিষ প্রয়োগের মাত্রা ও প্রভাব, ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ, ধাপ, কৃষির নতুন নতুন উদ্ভাবনের কথা, সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ, কৃষির নতুনত্বসহ বিভিন্ন দিক উল্লেখ থাকবে। এ পুস্তক থেকে শিশু শিক্ষার্থীরা যেমন কৃষি সম্পর্কে জানতে পারবে অন্যদিকে কৃষকরাও ইচ্ছা করলে বই পড়ে অনেক কিছু অবগত হতে পারবেন।

বই ছাপাসহ অন্য কাজ সম্পন্ন করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাই মন্ত্রণালয় থেকে বাজেট বরাদ্দ ও নির্দেশনা পেলেই কারিকুলামে অন্তর্ভুক্তকরণ, ছাপা, বিতরণ ও বাস্তবায়নের কাজ করবে এনসিটিবি। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব সমীর কুমার বিশ্বাস আমাদের সময়কে জানান, প্রযুক্তির আধুনিকতার সংস্পর্শে কৃষি কাজে এসেছে আমূল পরিবর্তন। চারা রোপণ থেকে শুরু করে ফসল মাড়াই, সংরক্ষণ সবখানেই প্রযুক্তি ও আধুনিকতার ছোঁয়া। আর আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর কৃষির সবকিছুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যপুস্তক তৈরির এ উদ্যোগ। কৃষির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সাপ্লিমেন্টারি রিডিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবেই আলাদা এ দুটি পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হচ্ছে।